প্রথম আলো

তারিখ ... 01 OCT 2016 ...
পৃষ্ঠা ... 4 ... কলাম ... 1 ......

কওমি সনদের সরকারি কমিটি প্রত্যাখ্যান বেফাকের

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

কওমি মাদ্রাসা শিক্ষার সনদের স্বীকৃতির বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ঘোষিত কমিটিকে প্রত্যাখ্যান করেছে বাংলাদেশ কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড (বেফাক)। তারা ওই কমিটিকে কওমি আলেমদের ঐক্যে বিভক্তি আনার ষড়যন্ত্র বলেও দাবি করেছে।

চট্টগ্রামের দারুল উলুম হাটহাজারী মাদ্রাসায় বৃহস্পতিবার বেফাকের এক জরুরি সভায় এ দাবি করা হয়। বেফাকের সভাপতি শাহ আহমদ শফীর সভাপতিত্বে সভায় ২০ জন আলেম বক্তব্য দেন।

গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সভায় বলা হয়, কওমি শিক্ষাসনদের স্বীকৃতির বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে ১৭ অক্টোবর ঢাকায় ওলামা-মাশায়েখ সম্মেলন ডাকা হয়েছে। সেখানে সবার মতামত ও পরামর্শের ভিত্তিতে স্বীকৃতিসহ সব বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। এর আগে ৩ অক্টোবর সকালে হাটহাজারী মাদ্রাসায় সব শিক্ষা বোর্ডের প্রতিনিধি ও দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের নিয়ে যৌথ সভার সিদ্ধান্ত হয়।

সভায় বক্তারা বলেন, বেফাকের সঙ্গে ফলপ্রসূ আলোচনা ছাড়া কোনো কমিটি তাঁরা মেনে নেবেন না। সভাপতির বক্তব্যে শাহ আহমদ শফী বলেন, 'দেওবন্দি উসুল, স্বাধীনতা ও স্বকীয়তা বজায় রেখে কওমি সনদের সরকারি স্বীকৃতির প্রয়োজনীয়তা আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু ইসলামবিরোধী শিক্ষানীতি, বিতর্কিত শিক্ষা আইন এবং নাস্তিক্য ও হিন্দুত্ববাদের বিষয়াবলি বাদ দিয়ে স্কুলের পাঠ্যবই সংশোধনের দাবিতে আলেমসমাজ যখন সরব, সে সময়ে কওমি সনদের স্বীকৃতির বিষয় আলোচনায় আনা গভীর প্রশ্ন তৈরি করে।'

সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য দেন বেফাকের সহসভাপতি আশরাফ আলী, নূর হোসাইন কাসেমী, জুনায়েদ বাবুনগরী, মুফতি ওয়াক্কাস, আনওয়ার শাহ, আবদুস সালাম, নূর আহমদ, মহাসচিব আবদুল জাব্বার জাহানাবাদী, আবদুল হামিদ (মধুপুরের পীর), আবদুল কুদ্দুস (ফরিদাবাদ), নুরুল ইসলাম, মাহফুজুল হক প্রমুখ।